ভক্তির সংযোগ হইবে, তিনি ততটা পরিমাণে সাধু নামে বিখ্যাত হইবেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

হে অর্জ্জুন! যদি কেহ সুদুরাচার অবস্থাতেও অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করিয়া কেবল আমার উপাসনা করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে। এইস্থলে "মন্তব্য" এই তব্য প্রত্যয়টি বিধির প্রতিনিধি বলিয়া তাহাকে সাধু বলিয়া মনে না করিলে, ভগবদাদেশ লঙ্ঘন জন্য অপরাধী অবশ্যই হইতে হইবে। যদি বল—সুদুরাচার ব্যক্তিকে কেমন করিয়া সাধু মনে করা যাইতে পারে? তাহারই উত্তরে কহিতেছেন—"সম্যগ্ ব্যবসিতঃ" যেহেতু এ ব্যক্তি 'ভক্তিতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে'—এইপ্রকারে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছে। ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা আছে বলিয়া সত্বরই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতেছে এবং অসদাচার হইতে নিরন্তর নিবৃত্ত হইতেছে। হে কৌন্তেয়! যাহারা কৃষ্ণভক্তের নাশ আছে বা নাশ নাই বলিয়া বিবাদ করে, তুমি তাহাদের সভায় গিয়া ঢক্কা বাজাইয়া এবং দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চস্বরে প্রতিজ্ঞা কর যে, "কৃষ্ণভক্তের নাশ নাই।" আরও শ্রীরূপগোস্বামীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীপাদকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে—পতিতপাবনী গঙ্গায় যেমন বহু অপবিত্র বস্তু ভাসিয়া যাইতে দেখা যায় এবং তাহাতে যেমন গঙ্গার পবিত্রকারিত্ব গুণ নষ্ট হয় না, সেই প্রকার ভক্তিসাধনের মধ্যে অন্য অসদাচার দেখা গেলেও তাহাতে ভক্তির মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে অন্য দেবতার উপাসক না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হওয়া চাই। এতাদৃশ ভক্তকে সম্মান করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না। এতাদৃশ সাধুর নিন্দাও নামাপরাধ মধ্যে পরিগণিত।

দশপ্রকার নামাপরাধ মধ্যে দ্বিতীয় অপরাধ যথা—শিবের গুণ-নামাদি যে জন শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ শিবের নিজশক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করে, সে জন হরি নামের নিকটে অপরাধী। শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা অর্থাৎ মনুষ্যবুদ্ধিতে ব্যবহার তৃতীয় অপরাধ। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা চতুর্থ অপরাধ। হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা অর্থাৎ ইহা স্তুতিমাত্র এইপ্রকার মনে করা পঞ্চম অপরাধ। হরিনামের মাহাত্ম্য গৌণ করিবার জন্য অর্থান্তর চিন্তা করা অর্থাৎ প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা ষষ্ঠ অপরাধ। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ যত